যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৪ এএম

শিক্ষাঙ্গন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সহকারী শিক্ষকরা চায় ১০ম গ্রেড, অধিদপ্তরের সুপারিশ কত?

যুগান্তর প্রতিবেদন
প্রকাশ: ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৫৫ পিএম

ছবি: সংগৃহীত

দশম গ্রেডসহ তিন দফা দাবিতে আবারও আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা। ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ’ ব্যানারে সংগঠিত হয়ে তারা আগামীকাল শনিবার (৮ নভেম্বর) থেকে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করবেন।

শিক্ষক সংগঠনগুলোর দাবি—সহকারী শিক্ষকদের বেতন ১০ম গ্রেডে নির্ধারণ, ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি নিশ্চিত করা।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সহকারী শিক্ষকদের জন্য ১১তম গ্রেডে বেতন নির্ধারণের সুপারিশ পাঠিয়েছে মন্ত্রণালয়ে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে জাতীয় বেতন কমিশনে আলোচনা চলছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন তথ্য জানিয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মোহাম্মদ শামসুজ্জামান।

দেশে ৬৫ হাজার ৫৬৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩ লাখ ৮৪ হাজার শিক্ষক কর্মরত। গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৪ এপ্রিল এক আদেশে ১১তম গ্রেডে বেতন পাওয়া প্রধান শিক্ষকদের বেতন ১০ম গ্রেডে এবং ১৩তম গ্রেডে বেতন পাওয়া শিক্ষকদের বেতন ১২তম গ্রেডে উন্নীত করার কথা জানায়।

তবে তাতে সন্তুষ্ট নন সহকারী শিক্ষকরা। প্রধান শিক্ষকের ১০ম গ্রেডে উন্নীত করায় বৈষম্য তৈরি হয়েছে বলে দাবি সহকারী শিক্ষকদের। এই বৈষম্য দূর করণে তারা গ্রেড উন্নয়নের দাবি জানিয়ে আসছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মোহাম্মদ শামসুজ্জামান সম্প্রতি বাসসকে বলেন, ‘আমরা প্রধান শিক্ষকদের জন্য ১০ম গ্রেড ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছি এবং সেই লক্ষ্যে কাজও হচ্ছে। খুব সহসাই দশম গ্রেড বাস্তবায়ন হবে। আর সহকারী শিক্ষক যারা আছেন তাদের

১১তম গ্রেডের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠিয়েছি। পে কমিশনে এটা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।'